মৎস্যজীবীদের নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন এবং মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডর ইউনিয়নের যৌথ আহ্বানে ইউনিয়নের সভাগৃহে খসড়া উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল বিজ্ঞপ্তি ২০১৮ বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান বক্তা ছিলেন মৎস্যজীবী আন্দোলনের নেতা প্রদীপ চ্যাটার্জী। কর্মশালায় দুই সংগঠনের ৩০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় উপকূলভাগ কে সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি ১৯৯১ এবং ২০১১ প্রকাশের আগের ইতিহাস, সিআরজেড বিজ্ঞপ্তি ১৯৯১ ও ২০১১ এবং খসড়া সিআরজেড বিজ্ঞপ্তি ২০১৮ এর মধ্যে কি কি বিধিনিষেধ আছে সেগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়। খসড়া সিআরজেড বিজ্ঞপ্তি ২০১৮ তে মৎস্যজীবীদের আপত্তি কোথায় সেটি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়। কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি তমালতরু দাস মহাপাত্র বলেন, আশ্চর্যের ব্যাপার হল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগে মৎস্যজীবীদের সাথে কোন আলোচনা ছাড়াই খসড়া সিআরজেড বিজ্ঞপ্তি ২০১৮ প্রকাশ করা হয়েছে। এটি অন্যায়। খসড়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রতিবাদে আমরা আগামী ১১ জুন ২০১৮ তারিখ জেলাশাসকের দপ্তরে স্মারক লিপি প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সহ সভাপতি দেবাশিষ শ্যামল বলেন, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা থেকে প্রায় ২ হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিবাদপত্র ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে। কর্মশালায় অন্যান্য নেতৃত্বদের মধ্যে অচিন্ত্য প্রামাণিক, সন্তোষ বর, তরুলতা প্রধান, প্রভাত বর-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সবুজ সংঘের রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ কিসমত আঙ্গুয়া সবুজ সংঘের পরিচালনায় গ্রীষ্মকালীন রক্তের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ক্লাবের সদস্যও এলাকার মানুষজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই শিবিরে অংশগ্রহণ করে। শিবিরকে সফল করার জন্য এবং রক্তদাতাদের উৎসাহিত করার জন্য এলাকার বিধায়ক দীনেন রায়, পশ্চিম মেদিনীপুর ব্লাড ডোনার্স ফোরামের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি যথাক্রমে অসীম ধর ও জয়ন্ত মুখার্জী উপস্থিত থেকে রক্তদানের গুরুত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতার ওপর বক্তব্য রাখেন। ক্লাবের ইতিহাসে প্রথমবার রক্তদান শিবির আয়োজন করতে পেরে ক্লাবের সম্পাদক পলাশ চাটার্জী খুব খুশি। ক্লাবের সদস্যরাও খুব খুশী প্রথমবার রক্তদান করতে পেরে। আগামী দিনে আরও বড় শিবির করার উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান, ক্লাবের সদস্যরা নয়াগ্রাম মাল্টিসুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল, ব্লাড ব্যাঙ্ক রক্ত গ্রহণে সহায়তা করেন।

পূর্ব মেদিনীপুরে বাড়ছে আইসি থানা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন এলাকায় বাড়তে থাকা অপরাধ কমাতে এবার বড় সিদ্ধান্ত নিলেন রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। রাজ্যের ১৪টি জেলার ৫২টি থানাকে ইন্সপেক্টর থানায় রূপান্তরিত করলেন তিনি। সেই তালিকায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তিনটি থানা। শনিবার পূর্ব মেদিনীপুর পুলিশ প্রশাসনের কাছে এই সংবাদ এসে পৌঁছায়। অপরাধ প্রবণতা কমানোর ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে পুলিশ মহল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মোট ২৬টি থানা। এর মধ্যে কাঁথি ও হলদিয়া থানা বর্তমানে ইন্সপেক্টর থানা। আরো তিনটি থানা বাড়ায় সংখ্যাটা বেড়ে হল পাঁচ। নতুন যে তিনটি থানাকে এই পর্যায় উন্নীত করা হল সেগুলি হল তমলুক সদর থানা, পাঁশকুড়া থানা ও এগরা থানা। অপরদিকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের একটা সূত্রের থেকে জানা গেছে, জেলার থানাগুলিতে কর্মরত পুলিশ কর্মীরা কত দিন ধরে এই জেলায় আছে বা একই চেয়ারে আসীন আছে তার তালিকা চেয়েছে নির্বাচন কমিশন। সূত্রের দাবি, কমিশন এই জেলায় চার বছর ধরে কর্মরত এবং আড়াই বছর ধরে একই থানা বা চেয়ারে আসীন আছেন তার তালিকা চাওয়া হয়েছে।

আরো জানা গেছে, এই সময়সীমা গত বছরের ৩০ জুন। ফলে পুলিশ মহলের দাবি, আগামী ২০১৯ সালের দেশের সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতির কাজ শুরু করে দিলো নির্বাচন কমিশন।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আয়োজনে ইফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে ইফতাহার মজলিসের আয়োজন করে স্থানীয় এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় কাউন্সিলার সেক সাবুল-সহ পৌরসভার অন্য কাউন্সিলারদের মধ্যে সুমিতা সিনহা, জাভেদ আখতার, সমাজসেবী শিক্ষক ইমরান আলি খান, আজিজ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অতিথিরা তাঁদের ভাষণে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কাঁথি পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক সেক নূর মহম্মদ জানিয়েছেন, এই অনুষ্ঠান থেকে এলাকার প্রায় ৩০০ জন সংখ্যালঘু পরিবারের হাতে বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দিয়েছেন এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা।

দীপকের ইচ্ছা পুলিশ হওয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ রোদ-বৃষ্টিকে হার মানিয়ে কোন রকমে মাথার উপরে একটা অস্থায়ী ছাদ নিয়ে বেঁচে থাকা। তাই ভালো রেজাল্টের জন্যে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের কাছে পড়তে যাওয়া অলীক কল্পনা। তবে স্বপ্ন দেখতে ভোলেনি দীপক। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে আর আধ পেটা খেয়েও স্বপ্ন দেখতো জীবনের দ্বিতীয় বড় পরীক্ষা উচ্চ মাধ্যমিকে কিছু করে দেখানোর। সেই স্বপ্নকে ছুঁতে পেরে আহ্লাদিত দীপক। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট হাইস্কুলের ছাত্র দীপক মন্ডল। হত দরিদ্র পরিবারের সন্তান এই কৃতী ছাত্র জানিয়েছেন মায়ের অফুরন্ত ভালোবাসাই তাকে স্বপ্ন দেখতে আর সেই স্বপ্নপূরণ করতে জেদি করে তুলেছে। অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের, মিষ্ঠভাষী দীপকের এখন প্রধান লক্ষ্য ভালো পুলিশ অফিসার হওয়া। আর সেই স্বপ্নও যে দীপক ছুঁয়ে ফেলবে সেটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তার পরিবারের সদস্যরা ও কোলাঘাট হাইস্কুলের শিক্ষকেরা। কোলাঘাটের বাবুয়া গ্রামে রেলের জায়গায় অস্থায়ীভাবে ছোট্ট একটি বাড়ি। দিনেতে সূর্যের আলোও তেমনভাবে প্রবেশ করে না। বাবা থেকেও তেমন কোন সহায়তা করেনা সংসারে। বাবা বাইরে রিক্সা চালায়। আর মা সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় বাড়ি বাড়ি বাসন বিক্রি করে বেড়ান। সারাদিন যেটুকু অর্থ জোটে তাতেই মা, ছেলে ও দাদুর পেট চালানো। দাদুও কোন কাজকর্ম করেন না। শুধু বাসন বিক্রির ওপর সংসার চালানো থেকে শুরু করে পড়াশোনার সমস্ত খরচ চালানো। এইভাবেই চলে দীপকের পরিবারের রোজনামচা। মাধ্যমিকে ৫৬১ পেয়ে প্রথমে স্কুলের শিক্ষক ও প্রতিবেশীদের নজর কাড়ে দীপক। তারপর

থেকেই কোলাঘাট হাইস্কুলের শিক্ষকেরা পাশে দাঁড়ায় দীপকের। বিশেষ করে সুজন বেরা, সুজয় সামন্ত, বিশ্বনাথ মাইতি, অজয় রায়, সলিল লায়েক, সীমা দাস-সহ একাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকারা। স্কুলে পড়াশোনা ছাড়াও একেবারে বিনেপয়সায় টিউশনি পড়াতেন অনেকেই। আর এর ফলেই কলাবিভাগ থেকে এবছর কোলাঘাট হাইস্কুল থেকে কলাবিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে দীপক। বাংলায় ৮০, ইংরেজিতে ৬৪, ভূগোলে ৯১, ইতিহাসে ৯২, দর্শনে ৯৭, ফিজিক্যাল এডুকেশনে ৯৬। সর্বমোট ৪৫৬ পেয়েছে দীপক। তবে দীপকের এখন প্রধান লক্ষ্য বড়ো পুলিশ অফিসার হওয়া। আর এই লক্ষ্যে ফিজিক্যাল এডুকেশন নিয়ে পড়তে ইচ্ছুক এই দরীদ্র মেধাবী ছাত্রের। তবে দীপকের একটাই দাবি অনেকে কলা বিভাগকে একটু বাঁকা চোখেই দেখে। এবারের উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম স্থান এসেছে কলা বিভাগ থেকেই। তাই দীপকের দাবি কলা বিভাগকে যারা বাঁকা চোখে দেখেন সেটা ঠিক নয়। এখান থেকেও ভালো নম্বর ওঠে। জীবনে সফল হওয়া যায়। শুধু মনোযোগ সহকারে পড়লেই সফল হওয়া যায়। স্কুলের শিক্ষক সুজন বেরা জানান, দীপক অত্যন্ত মেধীবা ছাত্র। মাধ্যমিকের পর থেকে স্কুলের অনেক শিক্ষক মহাশয়েরা ওর পাশে দাঁড়িয়েছিল। আগামীদিনও থাকবে। ওর লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য আমরা সর্বত সাহায্য করবো। যদি কেউ বা কোন সংস্থা একটু পাশে দাঁড়ায়, তাহলে হয়ত লক্ষ্যে পৌছানো অনেক সহজ হতে পারে। দীপক চায় তার মায়ের দীপ হয়ে উঠত। এই ছাত্র স্বপ্ন দেখে সমাজের চারিদিকে ঘটে চলা অপরাধ দমনের দীপক হয়ে উঠত। তাই পুলিশ অফিসার হতে চাই। তাহলে সমাজের সকল মায়ের মুখে হাঁসি ফোটানোর সাথে সাথে সৎ পথে উপার্জনের টাকায় নিজের মায়ের জন্যে একটা স্থায়ী আস্তানা গড়ে তুলতে পারবে। মাকে আর বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাসন বিক্রি করতে হবে না। ছেলের এই স্বপ্ন পুরণেও তার পাশে থাকবে বলে জানিয়েছেন মা দীপ্তি মন্ডল। ছেলের এই ফলাফলে খুবই খুশি। চোখের জল বাঁধ মানতে পারেনি ছেলের এই উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলে। ছেলের লক্ষ্য পুলিশ অফিসার হওয়া। তাই বাসন ফেরী করার সাথে সাথে ছেলের স্বপ্নপূরণে আরও পরিশ্রম করে যাবেন বলে জানান দীপ্তি দেবী।

দোকান চালিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে সাফল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ ময়না থানার আনন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা প্রণব পালের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয় পাল। প্রণববাবুর একটি চায়ের দোকান রয়েছে ময়না কলেজ রোডে। বাবার অসুস্থতার কারণে প্রায় ২ বছর ধরে ঐ চা দোকান চালিয়ে উপার্জনের পয়সায় সংসার চালায় জয়। সেই জয় এবার ময়না থানার দক্ষিণ ময়না হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ৩০৭ পেয়ে পাশ করেছে। এই চা দোকানের উপার্জনে তার বাড়ির সংসার চলে। বাড়িতে মা, বাবা এবং দুই ভাই রয়েছে। অন্যদিকে ঐ গ্রামে অবস্থিত শ্যামল রায়ের পুত্র ইন্দ্রনীল রায় দাদুর ব্যবসা দেখার পাশাপাশি পড়াশোনা করে পরমানন্দপুর জগন্নাথ ইন্ডটিটিউট থেকে উচ্চমাধ্যমিকে ৩৭৯ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। শুক্রবার বিকালে জয়ের চায়ের দোকানের কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী ক্রেতা এই দুই ছাত্রকে সম্বর্ধনা জানায়। সেই সঙ্গে ঐ চায়ের দোকানে কেক কেটে, সবাইকে মিস্টিমুখ করিয়ে তাদের সাফল্যকে সাধুবাদ জানায়। এদিনের এই অনুষ্ঠান যাদের আয়োজনে হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল হাপেজ আলি, রাজু অধিকারী, নির্মল বেরা, শ্যামল বেরা, সুমন মহাপাত্র, অতনু দত্ত প্রমুখরা। আগামী জীবনে তারা আরও উচ্চতর শিক্ষায় বড়ো হোক এই প্রার্থনা সবার।

আবর্জনায় আগুন ঃ দুর্ভোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর রেলের ওয়ার্কশপের আবর্জনায় সন্ধ্যে থেকে আগুন লাগানোয় চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় আশেপাশের এলাকার মানুষদের। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, রেলের ওয়ার্কশপে মাঝে মাঝে দীর্ঘদিনের জমে থাকা আবর্জনায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় রেল কর্তৃপক্ষের তরফে। এদিনও আবর্জনায় আগুন লাগানো হয়। তারপরে ওই এলাকায় কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় এবং এলাকাবাসীদের শ্বাসকষ্ট শুরু হয় বলে অভিযোগ। ৩১ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলার সুরেশ যাদব জানান, রেলের ওয়ার্কশপে বিভিন্ন ধরণের অকেজো ও বর্জিত বস্তু এক জায়গায় জমিয়ে রাখা হয় এবং কিছুদিন ছাড়া সেই আবর্জনায় রেল কর্তৃপক্ষ আগুন ধরিয়ে দেয়। যার ফলে আশেপাশে মানুষদের খুবই অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়।

বাজটাউন এলাকায় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর শহরের বাজটাউন এলাকায় ঘর থেকে উদ্ধার হল এক প্রবীণ মহিলার ঝুলন্ত মৃতদেহ। মৃতের নাম অঞ্জলি পাল (৬২)। তাঁর স্বামী পেশায় প্যাথোলজিস্ট বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে, মেদিনীপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ওই মহিলা দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগে ভুগছিলেন। তাঁর চিকিৎসাও চলছিল। মৃতের বাড়ির নিরাপত্তারক্ষী অরবিন্দ মাহাতো জানান, এদিন সকাল সাতটা নাগাদ তিনি যখন ডিউটিতে এসেছিলেন, তখন ওই মহিলা দরজার তালা খুলেছিলেন। তারপর দোতলায় নিজের ঘরে চলে যান। কিন্তু, সাড়ে নটা নাগাদ তাঁর পুত্রবধূ গিয়ে ডাকাডাকি করে কোনও সাড়া পাননি।

এরপর নিরাপত্তারক্ষী দোতলার ঘরে গিয়ে দেখেন অঞ্জলিদেবী গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন। ঘটনার সময় তাঁর স্বামী ও তাঁর ছেলে কেউই বাড়িতে ছিলেন না।